তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন

৫ আগস্ট ২০২১

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষক
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)*
ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)*
কুমার বিশ্বজিত দাস, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)*

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা - ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই আইনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য হয় এভাবে সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের পরবর্তী এক দশকে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণীত হয়েছে। এসব বিধিমালা ও নির্দেশিকার মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান কোন কোন তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে ও কোন মাধ্যমে প্রকাশ করবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন ও জবাবদিহিতা অর্জন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) একটি কৌশল। 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়নে টিআইবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, এবং আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য প্রকাশ, প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা সুনির্দিষ্ট গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ গবেষণায় তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের র‍্যাংকিং করা হয়েছে, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ গবেষণায় সরকারি বেসরকারি (এনজিও) প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ১৯৩টি প্রতিষ্ঠানকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়েছে এবং ২৫টি নির্দেশকের ভিত্তিতে তাদের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তথ্যের প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে ইতিবাচক অবস্থা লক্ষ করা গেলেও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী অনেক তথ্য প্রকাশিত হলেও তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস, বিস্তৃতি ও সহজলভ্য তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি লক্ষণীয়। এছাড়া ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতিও লক্ষণীয়। সার্বিকভাবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বিত প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান। আইন ও বিভিন্ন বিধিমালার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলেও তার চর্চা আরও কার্যকর ও জনমুখী করার সুযোগ রয়েছে।

সব মুখ্য তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান সময় ও মতামত দিয়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণা সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র সাবেক কর্মী জুলিয়েট রোজেটি, ফাতেমা আফরোজ এবং কুমার বিশ্বজিত দাস। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচি

অধ্যায় এক: ভূমিকা ৫

প্রেক্ষাপট ৫

গবেষণার যৌক্তিকতা ৬

গবেষণার উদ্দেশ্য ৬

গবেষণার পরিধি ৬

গবেষণা পদ্ধতি ৬

প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের শর্ত ও পদ্ধতি ৭

বিশ্লেষণ কাঠামো ৭

ক্ষেত্র ও নির্দশকভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের স্কোরিং ৮

তথ্য সংগ্রহকাল ৮

প্রতিবেদনের কাঠামো ৮

অধ্যায় দুই: আইনি কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ৯

আইনি পর্যালোচনা ৯

তথ্য প্রকাশে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ ৯

অধ্যায় তিন: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চা ১১

প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে সার্বিক র‌্যাংকিং ১১

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে ও নির্দেশকের ক্ষেত্রভেদে গ্রেডিং ১৮

অধ্যায় চার: স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে প্রতিষ্ঠানসমূহের চ্যালেঞ্জ ও গৃহীত পদক্ষেপ ২২

তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার: সরকারি পদক্ষেপ ২২

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা ২২

প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ২৩

ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ ও কোভিড প্রেক্ষিত ২৪

অধ্যায় পাঁচ: সুপারিশমালা ২৬

সুপারিশ ২৬

পরিশিষ্ট ১: নমুনায়িত সকল প্রতিষ্ঠানের র‌্যাংকিং ২৮

অধ্যায় এক: ভূমিকা

প্রেক্ষাপট

অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে বর্তমান বিশ্বে তথ্য পাওয়া কিংবা জানা নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে[১] যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে তথ্য অধিকার। ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আইনের প্রারম্ভিকায় দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদে, যেমন জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের (১৯৬৬) অনুচ্ছেদ ১৯, এবং জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী সনদের (২০০৫) অনুচ্ছেদ ১০ (৩)-এ তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য জানার অধিকারের প্রায়োগিক নিশ্চয়তা দিতে দেশে দেশে সুনির্দিষ্ট আইনও প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১২৪টি দেশে তথ্য অধিকার আইন বলবৎ আছে। ২০১৫ সালে ইউনেস্কোর ৩৮তম সাধারণ সম্মেলনে প্রতিবছর ২৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্য অধিকার দিবস' হিসেবে পালনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬ - এ উল্লিখিত টেকসই উন্নয়নসহ সর্বস্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তথ্যে প্রবেশগম্যতা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এসডিজি'র ১৬.১০-এ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়।

তথ্য অধিকার আইনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের[২] স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কিছু ব্যত্যয় ব্যতিরেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের নিশ্চয়তার (ধারা ৪) বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে তথ্য অধিকার আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে (ধারা ৩)। এছাড়া প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য হয় এভাবে সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে (ধারা ৬) এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে রাষ্ট্রের কিংবা জনগণের নিরাপত্তাজনিত বিষয়সহ গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয়। পরবর্তীতে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণীত হয়। এই প্রবিধানমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত, এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও এর আওতাভুক্ত কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও পদ্ধতি অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও হালনাগাদ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯ অতিমারি তথ্য প্রকাশের গুরুত্বের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। তথ্য প্রকাশকে এই অতিমারির প্রেক্ষিতে সরকারের সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান দিক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বর্তমান বাস্তবতায় জনগণের কাছে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা এর চূড়ান্তে পৌঁছেছে। কোভিড-১৯সহ অন্যান্য মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সমন্বিত জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় স্বপ্রণোদতিভাবে ও নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সেবাপ্রদানকারীদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে তথ্য সহজলভ্য হলে জনগণ দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে সক্ষম হয়; এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তথ্যের প্রাপ্যতা সহজ করা এবং তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন জনসেবা কার্যক্রমসহ সকল খাতের স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা বৃদ্ধি সম্ভব যা দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমের একটি মৌলিক অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। বিশেষকরে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের কাছে তথ্য আরও বেশি সহজলভ্য করা হলে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের শ্রম, সময় ও অর্থব্যয় যেমন হ্রাস পাবে তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে তা আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সুযোগ তৈরি করবে।

তথ্য অধিকার আইনে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সমুন্নত করার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করা হলে সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট জবাবদিহি ব্যবস্থার (বিভাগীয়

---

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৩৯।

[২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা; সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য-বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়; কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

পদক্ষেপ ইত্যাদি) বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। উল্লেখ্য, গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিং-এ ১২৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২৬তম হলেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি এখনো উল্লেখযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দু'টি সংস্থা কানাডার সেন্টার ফর ল অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (Center for Law and Democracy) এবং স্পেনের অ্যাকসেস ইনফো ইউরোপ (Access info Europe) প্রধান ৭টি ধরনের নির্দেশক বিবেচনা করে এ রেটিং প্রণয়ন করেছে। নির্দেশকগুলো হলঃ তথ্যে প্রবেশাধিকার, আওতা, আবেদনের প্রক্রিয়া, ব্যতিক্রম ও প্রত্যাখ্যান, আপীল, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন ও জবাবদিহিতা অর্জন করা টিআইবি'র একটি কৌশল। 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়নে টিআইবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, এবং আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। ইতিপূর্বে টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করে ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে উৎসাহিত করাসহ বিভিন্ন অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে, দুর্নীতি কমবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এমন উদ্দেশ্য সামনে রেখে পাস করা তথ্য অধিকার আইনটি এক দশক পূর্ণ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য প্রকাশ, প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা সুনির্দিষ্ট গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণসহ সংশ্লিষ্ট মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রকাশ চর্চার দৃষ্টান্ত এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাবকে বিবেচনায় রেখে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চার মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে -

১. তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা;
২. ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের র‍্যাংকিং করা;
৩. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা; এবং
৪. চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার পরিধি

তথ্য অধিকার আইনের আলোকে বাছাইকৃত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়সহ এদের অধিভুক্ত জনগণের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরসহ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও'কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই এমন তথ্য পর্যবেক্ষণ এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়।

গবেষণা পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি: এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা, যেখানে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও এর বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট নথি/ প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি ১.১: গবেষণার তথ্যের ধরন, উৎস ও পদ্ধতি

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতা/ উৎস	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম
প্রত্যক্ষ তথ্য	ওয়েবসাইট জরিপ	নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নির্দেশক অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ডিভাইস থেকে ওয়েবসাইটে অভিগম্যতা পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতা/ উৎস	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম
	মুখ্য তথ্যদাতার সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা	চেকলিস্ট
পরোক্ষ তথ্য	নথি পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট নথি/ প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি	-

প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের শর্ত ও পদ্ধতি

সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ; জনগণের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, বোর্ড, ব্যুরো; সাংবিধানিক/ সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, সংস্থা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এরপর তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। সবশেষে প্রতিটি শ্রেণি থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫০% প্রতিষ্ঠান নমুনায়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অনুদানপ্রাপ্ত (বৈদেশিক অনুদানের ভিত্তিতে) ১০০টি এনজিওর তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর এই তালিকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়ন (সেবা ও অধিপরামর্শ প্রদানকারী উভয় ধরনের এনজিও) করা হয়েছে (সারণি ১.২)। তবে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সরকারি ১৫৩টি প্রতিষ্ঠান ও ৩৯টি এনজিও, মোট ১৯২টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১.২: নমুনায়ন

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ধরন	তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)	নমুনায়িত প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৫৭	৪৯*
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান (অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, বোর্ড, ব্যুরো)	৯০	৪৯
সাংবিধানিক/ সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (কমিশন, কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন)	৫৮	২৯
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, সংস্থা ও লিমিটেড কোম্পানি	৪৪	৩১
এনজিও	১০০	৪৯**
মোট	**৩৪৯**	**২০৭**

** সকল মন্ত্রণালয় (৪০টি) নমুনায় অন্তর্ভুক্ত।*

*** জাতীয় ২৭টি ও আন্তর্জাতিক ২২টি।*

বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহকে মোট তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০১৪ অনুযায়ী গবেষণার নির্দেশকসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১.৩: গবেষণার ক্ষেত্র ও নির্দেশকসমূহ

ক্ষেত্র	নির্দেশক
তথ্যের ব্যাপ্তি	১. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২. দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৩. আপিল কর্মকর্তার নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৪. অভিযোগ দায়ের করার জন্য তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাদের নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৫. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৬. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ৭. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দায়িত্ব ৮. প্রশাসনিক কার্যক্রমের তালিকা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ ৯. পরামর্শক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত

ক্ষেত্র	নির্দেশক
	১০. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ১১. সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা, নীতিমালা, ম্যানুয়াল ১২. বার্ষিক প্রতিবেদন ১৩. বাজেট বরাদ্দ/পরিকল্পনা ১৪. নিরীক্ষা প্রতিবেদন ১৫. সেবার ফি, সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও সময়সীমার বিস্তারিত বিবরণ ১৬. নাগরিক সনদ ১৭. মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন তথ্য ১৮. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে প্রদানকৃত তথ্যের হালনাগাদ বিবরণ ১৯. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা বা কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য
তথ্যে প্রবেশগম্যতা	১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বা পোর্টালে প্রকাশিত তথ্যে সহজে প্রবেশগম্যতা ২. যেকোনো ডিভাইসের মাধ্যমে প্রবেশগম্যতা ৩. নথিতে ব্যবহৃত ফন্ট বা ছবির প্রাপ্যতা ৪. নথিসমূহ ডাউনলোড সম্পর্কিত সুবিধা
তথ্যের উপযোগিতা	১. তথ্য প্রকাশের সময় ও তথ্য হালনাগাদকরণ ২. তথ্যের ব্যবহার উপযোগিতা

ক্ষেত্র ও নির্দেশকভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের স্কোরিং

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে স্কোরিং করা হয়েছে। নির্ধারিত তিনটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত মোট ২৫টি নির্দেশকে (তথ্যের ব্যাপ্তিতে ১৯টি, প্রবেশগম্যতায় ৪টি ও উপযোগিতায় ২টি নির্দেশক) তথ্য প্রকাশের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রত্যেক নির্দেশকের জন্য পূর্ব নির্ধারিত শর্ত বা কোড অনুযায়ী (উচ্চ = ২; মধ্যম = ১; নিম্ন = ০ স্কেলে) স্কোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মোট স্কোর পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রযোজ্য সবগুলো নির্দেশকের স্কোর যোগ করা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মোট স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো নির্দেশকের স্কোর করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মোট সর্বোচ্চ স্কোরের (২৫টি নির্দেশকে সর্বোচ্চ মোট স্কোর ৫০) সাপেক্ষে প্রাপ্ত স্কোরের শতকরা হার বের করা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো নির্দেশক প্রযোজ্য না হলে সেই নির্দেশকে কোনো স্কোর দেওয়া হয় নি, এবং তা মোট স্কোর ও শতকরা হার থেকে বাদ রাখা হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সকল নির্দেশকের ভর বিবেচনায় সার্বিক স্কোর নিরূপণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত চূড়ান্ত স্কোরের শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি গ্রেডিংকে (সন্তোষজনক, অপর্যাপ্ত, উদ্বেগজনক) তিনটি রংয়ের মাধ্যমে (সবুজ, হলুদ ও লাল) উপস্থাপন করা হয়েছে (সারণি ১.৪)।

সারণি ১.৪: প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং

গ্রেডিং	প্রাপ্ত স্কোরের শতকরা হার	রংয়ের নাম	ব্যবহৃত রং
সন্তোষজনক	৬৭% - ১০০%	সবুজ	
অপর্যাপ্ত	৩৪% - ৬৬%	হলুদ	
উদ্বেগজনক	০%- ৩৩%	লাল	

তথ্য সংগ্রহকাল

আগস্ট ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই করে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের কাঠামো

প্রতিবেদনে প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চা উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে প্রতিষ্ঠানসমূহের চ্যালেঞ্জ ও গৃহীত পদক্ষেপ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সার্বিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই: আইনি কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তথ্য অধিকার। ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাওয়াসহ দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের পরবর্তী এক দশকে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যেসব বিধি ও প্রবিধান প্রণীত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১, জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪।

আইনি পর্যালোচনা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে,[৩] যেখানে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য ও সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচারের নির্দেশনা দেওয়া আছে। এই ধারা অনুযায়ী প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের[৪] কাঠামো, বিভিন্ন কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ, বিধি-বিধান, সেবা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করবে। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কিংবা জনগণের নিরাপত্তাজনিত বিষয়সহ গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয়। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিস বোর্ড, মুদ্রিত অনুলিপি ও ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না (অনুচ্ছেদ ৩)। পরবর্তীতে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০-এর আলোকে প্রণীত স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত করা হবে এমনটাই উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও উহার আওতাভুক্ত অফিস নির্ধারিত মেয়াদ ও পদ্ধতি অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ; তথ্য হালনাগাদ; ইনোভেশন টিম কর্তৃক নির্দেশিকা বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এমন বিধান রাখা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও এর কিছু প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ লক্ষণীয়। এই আইনে উল্লেখিত ব্যতিক্রম তালিকার যে ২০টি ক্ষেত্রে[৫] তথ্য পাওয়ার অধিকার রহিত করা হয়েছে। যার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - আইন অনুসারে শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন তথ্য; কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এ ধরনের কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক তথ্য; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এমন তথ্য এবং আইন দিয়ে সংরক্ষিত কোনো ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য। এই ক্ষেত্রগুলোতে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বিস্তারিত করার সুযোগ রয়েছে। অন্যথায় পরিরিস্থিতির সাপেক্ষে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে তার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ঝুঁকি রয়েছে। পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতে ব্যবসা, রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমকে এই আইনের আওতার বাইরে রাখার ফলে এসব খাতের সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা যায় নি যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

তথ্য প্রকাশে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এছাড়া তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এটুআই প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় ২০১০ সালে জেলা তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের সূচনা করে। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সরকারি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ন্যাশনাল পোর্টাল ফরম্যাট' নামে অভিন্ন কাঠামো তৈরি করা হয়।

---

[৩] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, ধারা ৬।

[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা; সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য-বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়; কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

[৫] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ - এর উপধারা 'ক' থেকে 'ন' পর্যন্ত ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়।

তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার দৃষ্টান্তও দেখা যায়। যেমন, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পাশাপাশি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার তালিকা, প্রয়োজনীয় ফরম্যাট এবং কমিশনের কার্যক্রমের নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। জাতীয় ওয়েব পোর্টালের 'জেলা তথ্য বাতায়ন'-এর মাধ্যমেও বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণসহ 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে।

২০১১ সালে টিআইবি পরিচালিত জরিপের তথ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৪.২ শতাংশই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের চর্চা বৃদ্ধির পাশাপাশি তথ্যের আবেদন ও আপীল প্রক্রিয়া এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগের সঠিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ আইন ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আইন ও বিধিমালার কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতিগত ক্ষমতা প্রয়োগসহ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারণা ও প্রণোদনার ঘাটতি রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫ (১) অনুয়ায়ী তথ্য প্রস্তুত করার পাশাপাশি স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে বিগত ১০ বছরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ ও অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য ঘাটতি চিহ্নিতকরণের সুযোগ রয়েছে। যার মাধ্যমে জনগণের জন্য সেই সকল তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর হতে পারে।

অন্যান্য আইনের প্রভাবে তথ্য প্রকাশে ঝুঁকি

আইনগতভাবে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও বাংলাদেশে এর বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ৪ ধারায় আবেদন সাপেক্ষে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে তথ্য অধিকার আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে (ধারা ৩)। কিন্তু একই আইনের ৭ নম্বর ধারায় 'বাংলাদেশের নিরাপত্তা,অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি', এই যুক্তিতে বৃহৎ ব্যতিক্রম তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে, যার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা না থাকায় অপব্যবহারের সুযোগ থাকে। পাশাপাশি 'জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া', 'মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্যসহ বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তথ্য না দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে কার্যত অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩-কে[৬] তথ্য অধিকার আইনের ওপর স্থান দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ - এ কেবলমাত্র 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের' কাছেই তথ্য প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৭]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫৭ ধারার অপব্যবহার এবং গণমাধ্যম বিষয়ক কয়েকটি খসড়া আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণমূলক; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ - এর বেশ কিছু ধারা[৮] অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মত প্রকাশে স্বাধীনতার পরিপন্থী হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে। দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ১৯২৩-এর মত নিবর্তনমূলক আইন, যা তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী অকার্যকর বিবেচিত হওয়ার কথা হলেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নতুন করে তাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতার চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিসহ জনগণের সাংবিধানিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক যা জনমনে ভীতির সঞ্চার করে মানবাধিকার সংরক্ষণে ঝুঁকি সৃষ্টি করবে এমনটাই আশংকা করা হচ্ছে।

[৬] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-132.html (১২ মার্চ ২০২১)।
[৭] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1072/section-41356.html (১২ মার্চ ২০২১)।
[৮] ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮, ধারা ৮ (১), ১৯ (১), ২১ (১), ২৫ (১) (ক, খ, ঘ), ২৮ (১), ২৯ (১), ৩১ (১), ৩২ (১), ৪৩ (১) ও ৫৮।

অধ্যায় তিন: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চা

অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে বর্তমান বিশ্বে তথ্য পাওয়া কিংবা জানা নাগরিকদের জন্য একটি মৌলিক অধিকার। অন্যদিকে তথ্যের প্রাপ্যতা সহজীকরণ এবং অভিগম্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন জনসেবা কার্যক্রমসহ সকল খাতের স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা বৃদ্ধি সম্ভব যা দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমের একটি মৌলিক অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। বিশেষকরে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের কাছে তথ্য আরও বেশি সহজলভ্য করা হলে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের শ্রম, সময় ও অর্থব্যয় যেমন হ্রাস পাবে তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে তা আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সুযোগ তৈরি করবে। এই অধ্যায়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে গবেষণার নমুনা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটে তথ্যের ব্যাপ্তি, প্রবেশগম্যতা এবং ব্যবহারযোগ্যতার আলোকে প্রতিষ্ঠাসমূহের স্কোর এবং র‍্যাংকিং উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি

এই গবেষণায় প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সরকারি ১৫৩টি প্রতিষ্ঠান ও ৩৯টি এনজিও, মোট ১৯২টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৭৬ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ২৪ শতাংশ এনজিও। সরকারি ও আইনের আওতাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ; মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি ইত্যাদি (বিস্তারিত চিত্র ৩.১)।

চিত্র ৩.১: সরকারি প্রতিষ্ঠানের ধরনের শতকরা হার

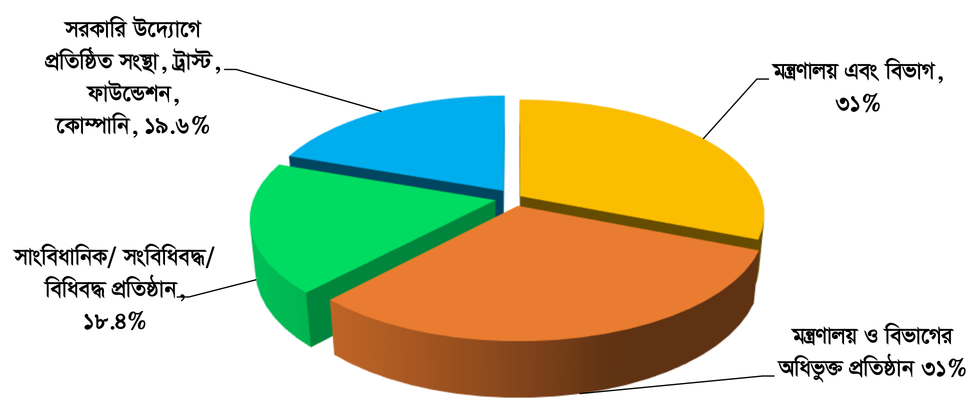

অন্যদিকে এনজিও'র মধ্যে ৪৪ শতাংশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এবং ৬৬ শতাংশ জাতীয় পর্যায়ের এনজিও। এনজিওদের কাজের ধরন অনুযায়ী, নমুনায়িত এনজিও'র মধ্যে ২২.২ শতাংশ এনজিও শুধু সেবা কার্যক্রম, ১৫.৬ শতাংশ এনজিও শুধু অধিপরামর্শ কার্যক্রম এবং ৬২.২ শতাংশ এনজিও এই উভয় ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সার্বিকভাবে নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৯২.৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট রয়েছে, ৭.২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের কোনো ওয়েবসাইট পাওয়া যায় নি। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩.২ শতাংশ এবং এনজিওর মধ্যে ২০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের কোনো ওয়েবসাইট পাওয়া যায় নি। যেসব এনজিও'র ওয়েবসাইট রয়েছে তাদের মধ্যে ৩৭.৫ শতাংশ এনজিও'র ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠানের আর্ন্তজাতিক ওয়েবসাইটে বাংলাদেশে কার্যক্রমের শুধু একটি পেইজ পাওয়া গেছে। এছাড়া ৫ শতাংশ এনজিও'র ওয়েবসাইটের ঠিকানা থাকলেও সেখানে প্রবেশগম্যতা নেই। উল্লেখ্য, নমুনায় অন্তর্ভুক্ত এনজিওদের মধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ২২.৭ শতাংশ এবং জাতীয় পর্যায়ের ১৭.৯ শতাংশ এনজিও'র কোনো ওয়েবসাইট পাওয়া যায় নি।

প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে সার্বিক র‍্যাংকিং

নমুনায়িত সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে র‍্যাংকিং পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে প্রথম দশটি র‍্যাংক/অবস্থানের সারণিতে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রথম দশটি স্থানে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত স্কোর ৩৩ থেকে ৪২ এর মধ্যে। প্রথম স্থানে সার্বিকভাবে ৪২ স্কোর (৮৪ শতাংশ) পেয়ে যুগ্মভাবে রয়েছে খাদ্যমন্ত্রণালয়, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয় স্থানে মহিলা ও শিশু বিয়ক মন্ত্রণালয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যুগ্মভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেতু বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা

মন্ত্রণালয় - মাদ্রাসা বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সার্বিকভাবে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বনিম্ন ৪ স্কোর (৮ শতাংশ) পেয়েছে আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (বিস্তারিত সারণি ৩.১)।[৯] কোনো এনজিও-ই প্রথম দশ অবস্থানে নেই। যুগ্মভাবে বেশ কয়েকটি করে প্রতিষ্ঠান একই স্কোর পেয়ে একই র‍্যাংকে অবস্থান করছে।

সারণি ৩.১: নমুনায়িত সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম দশ র‍্যাংকিং

র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
	পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪১	৮২
৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
	বাংলাদেশ সেতু বিভাগ	সরকারি	৪০	৮০
	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় - মাদ্রাসা বোর্ড	সরকারি	৪০	৮০
	শিল্প মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৪	বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
	ভূমি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৯	৭৮
	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	সরকারি	৩৯	৭৮
৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৮	৭৬
	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
	সমাজসেবা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৮	৭৬
	যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও ফার্মস নিবন্ধক	সরকারি	৩৮	৭৬
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৮	৭৬
	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	সরকারি	৩৮	৭৬
৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
	রেলপথ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৭	৭৪
	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	সরকারি	৩৭	৭৪
৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
	বিদ্যুৎ বিভাগ	সরকারি	৩৬	৭২
	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সরকারি	৩৬	৭২
	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সরকারি	৩৬	৭২
	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সরকারি	৩৬	৭২
	ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়	সরকারি	৩৬	৭২

[৯] সবগুলো প্রতিষ্ঠানের স্কোর ও র‍্যাংকিংয়ের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ১।

র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সরকারি	৩৬	৭২
৮	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ)	সরকারি	৩৫	৭০
	অর্থ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৫	৭০
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৫	৭০
	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৫	৭০
	বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	সরকারি	৩৫	৭০
	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন	সরকারি	৩৫	৭০
	তথ্য কমিশন	সরকারি	৩৫	৭০
৯	তথ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৪	৬৮
	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৪	৬৮
	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৪	৬৮
	সড়ক পরিবহন ও সহাসড়ক বিভাগ	সরকারি	৩৪	৬৮
	শ্রম অধিদপ্তর	সরকারি	৩৪	৬৮
	বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	সরকারি	৩৪	৬৮
	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৪	৬৮
	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৪	৬৮
১০	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৩	৬৬
	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
	বন অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	সরকারি	৩৩	৬৬
	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	সরকারি	৩৩	৬৬
	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	৩৩	৬৬
	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স	সরকারি	৩৩	৬৬
	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	৩৩	৬৬
	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	সরকারি	৩৩	৬৬
	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সরকারি	৩৩	৬৬

এনজিওদের মধ্যে প্রথম দশটি অবস্থানে রয়েছে ১৯টি প্রতিষ্ঠান, যেখানে এই প্রথম দশটি স্থানে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত স্কোর ৭ থেকে ২২ এর মধ্যে (১৪% - ৪৪%)। সর্বোচ্চ স্কোর ২২ (৪৪ শতাংশ) পেয়ে প্রথম স্থানে আছে একটি জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কোস্টাল এ্যাসোসিয়েশন ফর স্যোশাল ট্রান্সফরমেশন, দ্বিতীয় অবস্থানে আহছানিয়া মিশন ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র। প্রথম ১০টি অবস্থানের মধ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক এনজিও, এবং তালিকার বাকি সকল ওয়েবসাইট জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র (বিস্তারিত সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২: নমুনায়িত এনজিওসমূহের মধ্যে প্রথম দশ র‍্যাংকিং

র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	এনজিও'র ধরন	কার্যক্রমের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১	কোস্টাল এ্যাসোসিয়েশন ফর স্যোশাল ট্রান্সফরমেশন	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	২২	৪৪
২	আহ্ছানিয়া মিশন	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	১৯	৩৮
৩	গণ উন্নয়ন কেন্দ্র	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	১৬	৩২
৪	রিসোর্স ইন্টেগ্রেশন সেন্টার	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	১৫	৩০
	বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	১৫	৩০
	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	১৫	৩০
৫	সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ	জাতীয়	অধিপরামর্শ প্রদান	১৪	৩২
৬	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	১১	২২

র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	এনজিও'র ধরন	কার্যক্রমের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
৭	অ্যাকশন অন ডিস্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট	আন্তর্জাতিক	সেবা ও অধিপরামর্শ	১০	২০
৮	গ্লোবাল ওয়ান	আন্তর্জাতিক	সেবা প্রদান	৯	১৮
৯	অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	৮	১৭
১০	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	আন্তর্জাতিক	সেবা ও অধিপরামর্শ	৭	১৫
	খ্রীস্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	৭	১৫
	মেরী স্টোপস বাংলাদেশ	জাতীয়	সেবা ও অধিপরামর্শ	৭	১৫
	ইসলামিক রিলিফ ইউকে	আন্তর্জাতিক	সেবা প্রদান	৭	১৫
	ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স ফর হেল্থ	আন্তর্জাতিক	সেবা ও অধিপরামর্শ	৭	১৪
	ওয়ার্ল্ড রিনিউ	আন্তর্জাতিক	সেবা ও অধিপরামর্শ	৭	১৪
	ইসলাহুল মুসলিমেন পরিষদ	জাতীয়	সেবা প্রদান	৭	১৪

চিত্র ৩.২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত গ্রেডিংয়ের বিন্যাস

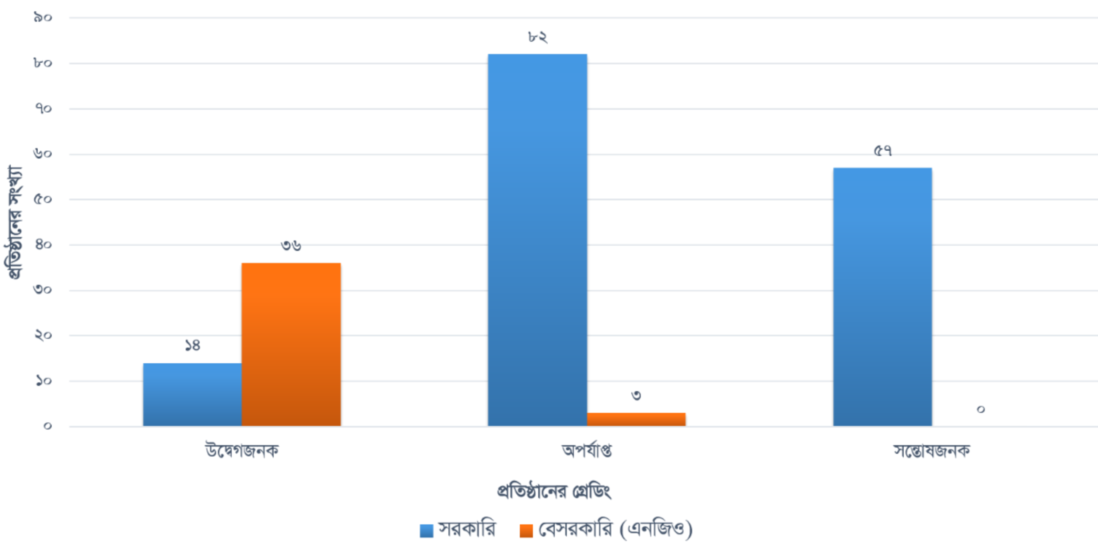

সার্বিকভাবে দেখা যায় অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান এনজিও'র থেকে তুলনামূলক ভাল স্কোর পেয়েছে। অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ডিজাইন এবং প্রকাশিত তথ্যের ধরন খুব কাছাকাছি। কিন্তু এনজিও'র ক্ষেত্রে এরকম একক কোনো ডিজাইন/ ফরম্যাট দেখা যায় না। এছাড়া এখনো এনজিও'র ক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ প্রকাশের চর্চা ও দৃষ্টান্তের ঘাটতি লক্ষণীয়।

সার্বিকভাবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত স্কোরের বিন্যাস একনজরে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সন্তোষজনক (৬৭% এর ওপর) স্কোর পেয়েছে প্রায় ৩৭ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান, তবে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই সন্তোষজনক স্কোর পায় নি। অন্যদিকে প্রায় ৮.৫ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় ৯৪.৯ শতাংশ এনজিও'র স্কোর উদ্বেগজনক (০ - ৩৩%) অবস্থানে রয়েছে। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাপেক্ষে স্কোর ও র‍্যাংকিং বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যের ব্যাপ্তি

নমুনায়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে নির্দেশকসমূহের মধ্যে ১১টি নির্দেশকে ৫০ শতাংশ বা তার অধিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর উচ্চ, মাত্র একটি নির্দেশকে ৭৬.৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর মধ্যম এবং ৫টি নির্দেশকে ৫০ শতাংশ বা তার অধিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর নিম্ন। অন্যদিকে, একটি ছাড়া সকল নির্দেশকে অধিকাংশ এনজিও'র প্রাপ্ত স্কোর নিম্ন এবং এই নির্দেশকগুলোর মধ্যে ৫টি নির্দেশকে সরকারি অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোরও নিম্ন। নির্দেশকের ধরন অনুযায়ী পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অভিযোগ দায়েরের জন্য তথ্য কমিশনারদের নাম ও যোগাযোগের নম্বর, কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বোর্ড/কাউন্সিল/ অন্য কোনো পরামর্শক কমিটির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সভার সিদ্ধান্ত, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে কতজন, কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য এই নির্দেশকসমূহে সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সরকারি অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর নিম্ন। এই নির্দেশকগুলোর মধ্যে অভিযোগ দায়েরের জন্য তথ্য কমিশনারদের নাম ও যোগাযোগের নম্বর এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের

মাধ্যমে কতজন, কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য এই দুইটি নির্দেশকে সকল এনজিও'র স্কোর নিম্ন। এছাড়া ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট তথ্যসহ নাগরিক সনদের উপস্থিতির ক্ষেত্রেও সকল এনজিও নিম্ন স্কোর পেয়েছে (বিস্তারিত সারণি ৩.৩)।

সারণি ৩.৩: তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দেশকসমূহের স্কোর (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

নির্দেশক	সরকারি প্রতিষ্ঠান			বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)		
	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০
১. **তথ্য কমিশনের অনুমোদিত স্বপ্রণোদিত নির্দেশিকার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কিনা** (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা আছে = ২, তথ্য কমিশনের অনুমোদিত নির্দেশিকা আছে = ১, নেই = ০)	৫৪.৯	৪.৬	৪০.৫	৫.০	-	৯৫.০
২. **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের নম্বর** (উভয় তথ্য আছে =২, যেকোনো একটির তথ্য আছে = ১, কোনো তথ্য নেই = ০)	৭৭.৮	৩.৯	১৮.৩	৫.০	-	৯৫.০
৩. **আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ও যোগাযোগের নম্বর** (উভয় তথ্য আছে = ২, যেকোনো একটির তথ্য আছে = ১, কোনো তথ্য নেই = ০)	৬২.৭	৩.৯	৩৩.৩	২.৫	-	৯৭.৫
৪. **অভিযোগ দায়েরের জন্য তথ্য কমিশনারদের নাম ও যোগাযোগের নম্বর** (উভয় তথ্য আছে = ২, যেকোনো একটির তথ্য আছে = ১, কোনো তথ্য নেই = ০)	১১.৮	০.৭	৮৭.৬	-	-	১০০.০
৫. **সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও যোগাযোগের নম্বর** (উভয় তথ্য আছে = ২, যেকোনো একটির তথ্য আছে = ১, কোনো তথ্য নেই = ০)	৯২.২	১.৩	৬.৫	১০.০	৫.০	৮৫.০
৬. **সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর* ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত তথ্য** (উভয় তথ্য আছে = ২, যেকোনো একটির তথ্য আছে = ১, কোনো তথ্য নেই = ০) **তথ্য কর্মকর্তা ব্যতীত*	২২.২	২১.৬	৫৬.২	-	১০.০	৯০.০
৭. **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দায়িত্ব** (উভয় তথ্য আছে =২, যেকোনোএকটির তথ্য আছে = ১, কোনোটি নেই = ০)	৫১.৬	৩৭.৯	১০.৫	৫.০	৫২.৫	৪২.৫
৮. **প্রশাসনিক কার্যক্রমের তালিকা, প্রক্রিয়া ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা বিভাগের বিবরণ** (সকল তথ্য আছে= ২, কার্যক্রমের তালিকা আছে, প্রক্রিয়াবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ বিভাগের বিবরণ নেই= ১, কোনোটি নেই = ০)	২৫.৫	৩৭.৩	৩৭.৩	-	৪৫.০	৫৫.০
৯. **কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বোর্ড/কাউন্সিল/ অন্য কোনো পরামর্শক কমিটির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সভার সিদ্ধান্ত** (কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বোর্ড/ কাউন্সিল/ অন্য কোনো পরামর্শক কমিটি- উভয়ের তথ্য আছে = ২, যেকোনোএকটির তথ্য আছে = ১, কোনোটি নেই = ০)	৪.৬	৫.২	৯০.২	২.৫	-	৯৭.৫
১০. **সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান আছে কিনা** (উভয় তথ্য আছে = ২, উপরের একটি তথ্য আছে = ১, কোনোটি নেই = ০)	৭১.২	১৪.৪	১৪.৪	২.৫	১২.৫	৮৫.০

নির্দেশক	সরকারি প্রতিষ্ঠান			বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)		
	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০
১১. **কোনো নির্দেশনা, নীতিমালা ও ম্যানুয়াল আছে কিনা** (উপরের সকলনথি আছে = ২, একটি বা দু'টিআছে = ১, কোনোটি নেই = ০)	৩১.৪	৪৯.০	১৯.৬	৭.৫	৭.৫	৮৫.০
১২. **তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে কতজন, কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য* আছে কিনা** (কতজন কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার বিবরণ প্রকাশিত ও হালনাগাদ আছে = ২, কতজন তথ্য চেয়েছে তার বিবরণ প্রকাশিত কিন্তু কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার বিবরণ নেই কিংবা তথ্য থাকলেও তা হালনাগাদ করা নেই= ১, সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য নেই = ০) *হালনাগাদ = প্রতি তিনমাস অন্তর হালনাগাদ	৩.৩	২.৬	৯৪.১	-	-	১০০.০
১৩. **বার্ষিক প্রতিবেদন** (সর্বশেষ* সংস্করণ আছে = ২, পূর্ববর্তী সংস্করণ আছে = ১, নেই = ০) *সর্বশেষ = ২০১৮-২০১৯ সালের; পূর্ববর্তী = ২০১৭-২০১৮সালের বা তার আগের	৭১.৯	৭.৮	২০.৩	৩৫.০	২.৫	৬২.৫
১৪. **বাজেট বরাদ্দ/ পরিকল্পনা/ প্রকৃত ব্যয়ের ওপর প্রতিবেদন** (সর্বশেষ* সংস্করণ আছে = ২, পূর্ববর্তী সংস্করণ আছে = ১, নেই = ০) * সর্বশেষ = ২০১৮-২০১৯ সালের; পূর্ববর্তী = ২০১৭-২০১৮ সালের বা তার আগের	৫২.৯	৮.৫	৩৮.৬	২০.০	২.৫	৭৭.৫
১৫. **নিরীক্ষা প্রতিবেদন (পৃথকভাবে/ বার্ষিক প্রতিবেদনে অডিট আপত্তির ধরন, পরিমাণ, নিষ্পত্তির অবস্থা ইত্যাদি তথ্য থাকতে হবে)** (সর্বশেষ* সংস্করণ আছে = ২, পূর্ববর্তী সংস্করণ আছে = ১, নেই = ০) * সর্বশেষ = ২০১৮-২০১৯ সালের; পূর্ববর্তী = ২০১৭-২০১৮ সালের বা তার আগের	২১.৬	৫.৯	৭২.৫	২২.৫	-	৭৭.৫
১৬. **সাধারণ সেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য (সেবা ফি, সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও সময়সীমা ইত্যাদি)** (উল্লেখিত সকল তথ্য আছে = ২, একটি বা দু'টি তথ্য আছে = ১, সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য নেই = ০)	৬৯.৯	৪.৬	২৫.৫	-	১৭.৫	৮২.৫
১৭. **ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট* তথ্যসহ নাগরিক সনদ** (সংশ্লিষ্ট* সকল তথ্যসহ নাগরিক সনদ আছে = ২, আংশিক তথ্যসহ নাগরিক সনদ আছে = ১, নাগরিক সনদ নেই = ০) * সংশ্লিষ্ট = সেবা, সেবারফি, সময়সীমা, পদ্ধতি ও সেবাপ্রদানকারীকর্মকর্তা, অভিযোগ দায়ের সম্পর্কিত	৮৫.৬	২.০	১২.৪	-	-	১০০.০
১৮. **জরুরি অবস্থায় (যেমন মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট* সেবা সম্পর্কিত তথ্য** (সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কিত তথ্য আছে = ২, মহামারি/ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য থাকলেও প্রয়োজনীয় সেবা সম্পর্কিত তথ্য নেই **= ১**, কোনো তথ্য নেই = ০) * সংশ্লিষ্ট = সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি, সময়সীমা ও সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা সম্পর্কিত	৮.৫	৭৬.৫	১৫.০	১২.৫	১৭.৫	৭০.০

নির্দেশক	সরকারি প্রতিষ্ঠান			বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)		
	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০
১৯. **সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা বা কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্পর্কিত তথ্য আছে কিনা** (উল্লেখিত সকল তথ্য আছে = ২, উল্লেখিত তথ্যের যেকোনো একটি বা দু'টি তথ্য আছে = ১, কোনো তথ্য নেই = ০)	৫১.৬	২২.৯	২৫.৫	-	৫.০	৯৫.০

তথ্যে প্রবেশগম্যতা

তথ্যে প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে সকল অর্থাৎ ৪টি নির্দেশকেই সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট উচ্চ স্কোর পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে তিনটি নির্দেশকেই অধিকাংশ এনজিও'র ওয়েবসাইটের প্রাপ্ত স্কোর উচ্চ। ওয়েবসাইটে/পোর্টালে প্রবেশগম্যতা, যেকোনো ডিভাইস (কম্পিউটার/ মোবাইল) থেকে নথিসমূহে প্রবেশগম্যতা এবং নথিসমূহ ডাউনলোড করার নির্দেশকসমূহে সরকারি ও এনজিও উভয়ের ওয়েবসাইটের স্কোর উচ্চ হলেও নথিসমূহ বাংলায় ও প্রচলিত ফন্টে থাকার নির্দেশকে অধিকাংশ এনজিও'র প্রাপ্ত স্কোর নিম্ন (বিস্তারিত সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৪: তথ্যে প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দেশকসমূহের স্কোর (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

নির্দেশক	সরকারি প্রতিষ্ঠান			বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)		
	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০
১. **সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে/পোর্টালে প্রবেশগম্যতা** (সবসময় প্রবেশ করা যায়= ২, কখনও প্রবেশ করা যায় কখনও যায়না = ১, কখনও প্রবেশ করা যায়না= ০)	৯০.২	৯.৮	-	৯০.০	৫.০	৫.০
২. **যেকোনো ডিভাইস (কম্পিউটার/ মোবাইল) থেকে নথিসমূহে* প্রবেশ করা যায় কিনা** (উভয় ডিভাইস থেকে সকল/ অধিকাংশ নথিতে প্রবেশ কর যায়= ২, উল্লেখিত যেকোনো একটি ডিভাইস থেকে অধিকাংশ নথিতে প্রবেশ করা যায় = ১, উল্লেখিত কোনো ডিভাইস থেকে কোনো নথিতে প্রবেশ করা যায় না = ০) *তথ্যের ব্যপ্তির ক্ষেত্রে নির্দেশসমূহে উল্লেখিত নথিসমূহ	৮৬.৯	১১.১	২.০	৯০.০	৫.০	৫.০
৩. **নথিসমূহ* বাংলায় ও প্রচলিতফন্টে** আছে কিনা** (বাংলায় ও প্রচলিত ফন্টে আছে = ২, বাংলায় আছে কিন্তু প্রচলিত ফন্টে নেই= ১, কোনো নথি বাংলায় বা প্রচলিত ফন্টে নেই = ০) *নথিসমূহ = ২.১.৫ থেকে ২.১.১৬ পর্যন্ত নির্দেশকে উল্লেখিত সকল বা অধিকাংশ নথিসমূহ **প্রচলিত ফন্ট = ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড ফন্টকে বুঝানো হয়েছে	৮৮.৮	৩.৯	৭.২	২.৫	৫.০	৯২.৫
৪. **নথিসমূহ* ডাউনলোড করা যায় কিনা** (সকল বা অধিকাংশ নথি ডাউনলোড করা যায় = ২, কোনো কোনো নথি ডাউনলোড করা যায় = ১, কোনো নথি ডাউনলোড করা যায় না = ০) * তথ্যের ব্যপ্তির ক্ষেত্রে নির্দেশসমূহে উল্লেখিত নথিসমূহ	৮০.৮	১৫.২	৪.০	৫১.৬	৬.৫	৪১.৯

তথ্যের উপযোগিতা

তথ্যের উপযোগিতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের প্রাপ্ত স্কোর উচ্চ অর্থাৎ অধিকাংশ ওয়েবসাইটে পেইজ ও নথিসমূহে তথ্য প্রকাশ ও হালনাগাদকরণের তারিখ উল্লেখ থাকলেও এনজিও'র অধিকাংশ ওয়েবসাইটে তা নেই; ফলে এই নির্দেশকে অধিকাংশ এনজিও'র স্কোর নিম্ন। ওয়েবসাইটটি কতটা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীবান্ধব (দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য এবং ভয়েস এক্টিভেটেড ব্যবস্থা সংবলিত), এক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও'র প্রায় শতভাগ ওয়েবসাইটের স্কোর নিম্ন অর্থাৎ এখনো বাংলাদেশে এই ব্যবস্থার প্রচলন ও বিস্তার নেই বললেই চলে (বিস্তারিত সারণি ৩.৫)।

সারণি ৩.৫: তথ্যের ব্যবহার উপযোগিতার ক্ষেত্রে নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দেশকসমূহের স্কোর (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

নির্দেশক	সরকারি প্রতিষ্ঠান			বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)		
	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০	উচ্চ = ২	মধ্যম = ১	নিম্ন = ০
১. **ওয়েবসাইটে পেইজ ও নথিসমূহে* তথ্য প্রকাশ ও হালনাগাদকরণের তারিখ উল্লেখ আছে কিনা** (হোম পেইজসহ সকল বা অধিকাংশ পেইজ ও নথিসমূহে আছে =২, হোম পেইজে আছে কিন্তু অন্যান্য কোনো কোনো পেইজ ও নথিতে নেই = ১, কোথাও উল্লেখ নেই = ০) **নথিসমূহ = আপলোডকৃত ইমেজ, ওয়ার্ড বা পিডিএফ ফাইল*	৮০.৪	৯.৮	৯.৮	২.৫	৫.০	৯২.৫
২. **ওয়েবসাইটটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীবান্ধব (দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য এবং ভয়েস এক্টিভেটেড ব্যবস্থা সংবলিত) কিনা** (সংশ্লিষ্ট তথ্য আছে এবং ভয়েস এক্টিভেটেড = ২, সংশ্লিষ্ট তথ্য আছে কিন্তু ভয়েস এক্টিভেটেড নয় = ১, সংশ্লিষ্ট তথ্য নেই এবং ভয়েস এক্টিভেটেড নয়= ০)	-	০.৭	৯৯.৩	-	-	১০০.০

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে ও নির্দেশকের ক্ষেত্রভেদে গ্রেডিং

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দেখা যায়, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিকাংশ ওয়েবসাইট সন্তোষজনক গ্রেডিং পেয়েছে। অন্যান্য সরকারি ও আইনের আওতাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান অপর্যাপ্ত অবস্থায় থাকলেও অধিকাংশ এনজিও'র গ্রেডিং উদ্বেগজনক (বিস্তারিত সারণি ৩.৬)।

সারণি ৩.৬: প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে সার্বিকভাবে গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৭৫.৫	২৪.৫	-
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	১৭.৪	৭৬.১	৬.৫
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	৪০.৭	৪৮.১	১১.২
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত *সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি ইত্যাদি*	৩.২	৭৪.২	২২.৬
এনজিও	-	৫.১	৯৪.৯
সার্বিক	৩০.৬	৪৪.০	২৫.৪

নমুনায়িত সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে তথ্যের ব্যাপ্তি, প্রবেশগম্যতা ও উপযোগিতার প্রেক্ষিতে সার্বিকভাবে সর্বোচ্চ ৪৪.৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের অবস্থা অপর্যাপ্ত যেখানে ওয়েবসাইটসমূহ ৩৪ - ৬৬ শতাংশ স্কোর পেয়েছে। নির্দেশক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটগুলোর গ্রেডিং-এ তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৫.৬ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের গ্রেড অপর্যাপ্ত যাদের স্কোর ৩৩ শতাংশ বা তার নীচে, তথ্যে প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭৭.২ শতাংশের গ্রেড সন্তোষজনক যাদের স্কোর ৬৭ - ১০০ শতাংশ এবং তথ্যের উপযোগিতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬৪.২ শতাংশের গ্রেড অপর্যাপ্ত যাদের স্কোর ৩৪ - ৬৬ শতাংশ (বিস্তারিত সারণি ৩.৭)।

সারণি ৩.৭: ক্ষেত্রভেদে নমুনায়িত সকল প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
তথ্যের ব্যাপ্তি	**২২.৮**	**৪৫.৬**	**৩১.৬**
তথ্যে প্রবেশগম্যতা	**৭৭.২**	**২১.২**	**১.৬**
তথ্যের উপযোগিতা	**০.৬**	**৬৪.২**	**৩৫.২**
সার্বিক	**৩০.৭**	**৪৪.৩**	**২৫.০**

প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সর্বোচ্চ ৫৪.২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের গ্রেড অপর্যাপ্ত যাদের স্কোর ৩৪ -৬৬ শতাংশ। অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (৯০.২ শতাংশ) ওয়েবসাইটে তথ্যে প্রবেশগম্যতার গ্রেড ভাল হলেও তথ্যের উপযোগিতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের (৮১ শতাংশ) ওয়েবসাইটের গ্রেড অপর্যাপ্ত। অন্যদিকে, তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের (৫৫.৬ শতাংশ) গ্রেড অপর্যাপ্ত (বিস্তারিত সারণি ৩.৮)।

সারণি ৩.৮: ক্ষেত্রভেদে নমুনায়িত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
তথ্যের ব্যাপ্তি	**২৮.৮**	**৫৫.৬**	**১৫.৬**
তথ্যে প্রবেশগম্যতা	**৯০.২**	**৮.৫**	**১.৩**
তথ্যের উপযোগিতা	**০.৭**	**৮১.০**	**১৮.৩**
সার্বিক	**৩৭.৩**	**৫৪.২**	**৮.৫**

নমুনায়িত এনজিও'র ক্ষেত্রে সার্বিক গ্রেডিং - এ দেখা যায়, অধিকাংশ এনজিও'র (৮০ শতাংশ) ওয়েবসাইটের অবস্থা উদ্বেগজনক যাদের স্কোর ৩৩ শতাংশ বা তার কম। তথ্যের ব্যাপ্তি এবং উপযোগিতার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ (যথাক্রমে ৮৫ শতাংশ ও ৯৭.৫ শতাংশ) এনজিও'র গ্রেডিং উদ্বেগজনক। উল্লেখ্য, তথ্যে প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ এনজিও'র গ্রেডিং সন্তোষজনক হলেও কোনো এনজিও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক গ্রেড পায়নি (বিস্তারিত সারণি ৩.৯)।

সারণি ৩.৯: ক্ষেত্রভেদে নমুনায়িত সকল এনজিও'র গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
তথ্যের ব্যাপ্তি	-	১৫.০	৮৫.০
তথ্যে প্রবেশগম্যতা	৪০.০	৫২.৫	৭.৫
তথ্যের উপযোগিতা	-	২.৫	৯৭.৫
সার্বিক	-	২০.০	৮০.০

তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ৬৫.৩ শতাংশ (সর্বোচ্চ) প্রতিষ্ঠানের গ্রেড সন্তোষজনক। অন্যদিকে, ৯২.৫ শতাংশ এনজিও'র গ্রেডিং উদ্বেগজনক (বিস্তারিত সারণি ৩.১০)।

সারণি ৩.১০: তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	**৬৫.৩**	**৩২.৭**	**২.০**
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	**১৩.০**	**৭১.৭**	**১৫.৩**
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	**১৮.৫**	**৬৬.৭**	**১৪.৮**
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত *সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি ইত্যাদি*	**৩.২**	**৫৮.১**	**৩৮.৭**
এনজিও	**-**	**৭.৫**	**৯২.৫**
সার্বিক	**২২.৮**	**৪৫.৬**	**৩১.৬**

তথ্যে প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ৯৫.৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের গ্রেড সন্তোষজনক। অন্যদিকে, এনজিও'র অধিকাংশ (৭০.০ শতাংশ) প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং অপর্যাপ্ত (বিস্তারিত সারণি ৩.১১)।

সারণি ৩.১১: তথ্যের প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৯৫.৯	৪.১	-
মন্ত্রণালয় ও বিভোগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	৮৯.১	১০.৯	-
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	৯৬.৩	৩.৭	-
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত *সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি ইত্যাদি*	৭৭.৪	১৬.১	৬.৫
এনজিও	২৭.৫	৭০.০	২.৫
সার্বিক	৭৭.২	২১.২	১.৬

তথ্যের উপযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, শুধু মন্ত্রণালয় ও বিভোগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাত্র ২.২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং সন্তোষজনক। ধরনভেদে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং অপর্যাপ্ত এবং ১০০ শতাংশ এনজিও'র গ্রেডিং উদ্বেগজনক (বিস্তারিত সারণি ৩.১২)।

সারণি ৩.১২: তথ্যের উপযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	-	৮৫.৭	১৪.৩
মন্ত্রণালয় ও বিভোগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	২.২	৮৭.০	১০.৮
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	-	৮১.৫	১৮.৫
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত *সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি ইত্যাদি*	-	৬৪.৫	৩৫.৫
এনজিও	-	-	১০০
সার্বিক	০.৬	৬৪.২	৩৫.২

সার্বিকভাবে উদ্বেগজনক গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৮ (শতকরা হার ১৫), অপর্যাপ্ত গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২৭ (শতকরা হার ৫৪), এবং সন্তোষজনক গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩৭ (শতকরা হার ৭৫)। উল্লেখ্য, ধরনভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রেডিং-এর ক্ষেত্রে গড় স্কোর বা গড় শতকরা হারের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায় নি।

সারণি ৩.১৩: নমুনায়িত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রা (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য	৫৪.৯	২৯.৪	১৫.৭
ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য	৩৬.৬	৪৫.৮	১৭.৬
কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য	১০.৫	৩৫.৩	৫৪.২
সেবা সম্পর্কিত তথ্য	৫৯.৪	৩০.১	১০.৫

নির্দেশকের ধরনভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রা

নির্দেশকের ধরনভেদে সরকরি ও এনজিও'র ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের মাত্রা বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারি প্রতিষ্ঠোনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের মাত্রা অধিকাংশ ওয়েবসাইটে সন্তোষজনক। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে অপর্যাপ্ত এবং কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের মাত্রা অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে উদ্বেগজনক (বিস্তারিত সারণি ৩.১১)। অন্যদিকে, অধিকাংশ এনজিও'র ওয়েবসাইটে নির্দেশকের ধরনভেদে সকল ধরনের তথ্য প্রকাশের মাত্রা উদ্বেগজনক (বিস্তারিত সারণি ৩.১৪)।

সারণি ৩.১৪: নমুনায়িত সকল এনজিও'র তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রা (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য	২.৬	৫.১	৯২.৩
ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য	-	৭.৭	৯২.৩
কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণসম্পর্কিত তথ্য	২.৫	১৭.৫	৮০.০
সেবা সম্পর্কিত তথ্য	-	২.৭	৯৭.৩

সার্বিকভাবে নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, তথ্যে প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে ধরনভেদে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের স্কোর সন্তোষজনক। তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্কোর সন্তোষজনক হলেও কোনো এনজিও সন্তোষজনক স্কোর পায়নি। তথ্যের ব্যবহারযোগ্যতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্কোর অপর্যাপ্ত এবং অধিকাংশ এনজিওর স্কোর উদ্বেগজনক। সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। অধিকাংশ এনজিও'র ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার আইন ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুযায়ী সকল ধরনের তথ্য নেই, দীর্ঘদিন একই তথ্য প্রদর্শিত/ হালনাগাদ তথ্য নেই, তথ্য হালনাগাদের তারিখ নেই। অধিকাংশ এনজিও'র ওয়েবসাইট কেবল ইংরেজি ভাষায়; তবে কোনো কোনো এনজিও'র কিছু তথ্য বাংলায় প্রকাশিত। নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রায় ৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট নেই। তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হলেও প্রতিষ্ঠানসমূহে এর কার্যকরতা বৃদ্ধিতে প্রচারণার আরও সুযোগ রয়েছে।

অধ্যায় চারঃ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে প্রতিষ্ঠানসমূহের চ্যালেঞ্জ ও গৃহীত পদক্ষেপ

অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা এবং তথ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশের অধিকতর কার্যকর মাধ্যম হলো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে উপযুক্ত ও সহজলভ্য মাধ্যমে মানসম্পন্নভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যাতে সহজে ও কার্যকরভাবে জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়। তবে এই প্রকাশ-পদ্ধতি এমন হতে হবে যেন জনগণ সহজে তথ্যে প্রবেশ করতে এবং প্রয়োজনে সেই তথ্য কাজে লাগাতে পারে। এই অধ্যায়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ এবং যে ক্ষেত্রগুলোতে ঘাটতি রয়েছে সেখানে প্রতিষ্ঠানসমূহের চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারঃ সরকারি পদক্ষেপ

'তথ্য কমিশন' তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী গঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর, ১৯০৮ (Code of Civil Procedure, 1908) অনুযায়ী এর দেওয়ানী আদালতের সমপরিমাণ ক্ষমতা রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা দিতে কমিশনের বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে যার মধ্যে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ একটি অংশ। কিন্তু শুধু এই বিষয়কে কেন্দ্র করে গুরুত্ব অনুযায়ী এর সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আরও উৎসাহিতকরণে এখনো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এই কমিশন কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রবিধানমালা, ২০১১ প্রণয়নসহ নিজস্ব ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার তালিকা, প্রয়োজনীয় ফরম্যাট এবং কমিশনের কার্যক্রমের নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া তথ্য কমিশন দায়েরকৃত অভিযোগ নিয়মিতভাবে শুনানির মাধ্যমে নিষ্পন্ন করে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা ও তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করে।

সকল সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রধান অংশীজন। আইনটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পাশাপাশি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ প্রকাশ করছে। এছাড়াও তথ্য-প্রযুক্তিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে জাতীয় ওয়েব পোর্টাল এর অধিকাংশ 'জেলা তথ্য বাতায়ন'-এ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার ও কৃষিসেবা বিষয়ক তথ্যের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে।

তবে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে একদিকে যেমন জনবলের সংকট বিদ্যমান, তেমনি যেসব কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের জন্য এখনো তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এখনো সরকারি ও এনজিও উভয় ক্ষেত্রে অনেক তথ্য কর্মকর্তাদের আইনটি সম্পর্কে বিশেষত স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের বিদ্যমান বিধিমালা চর্চার প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতি আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এছাড়া দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে অবহিত নন। ফলে আবেদন ছাড়াও কী কী ধরনের তথ্য তাদের জন্য স্বপ্রণেদিতভাবে প্রকাশ বাধ্যতামূলক এবং কী কী তথ্য নাগরিক হিসেবে তারা পাওয়ার অধিকার রাখেন সে বিষয়েও তারা অবগত নন।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তথ্য অধিকার আইনসহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা ও বিধানসমূহ সম্পর্কে প্রায়শই পরিপূর্ণ অবগত না থাকার কারণে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রদানে ঘাটতিসহ বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনমাস থেকে আটবছর পর্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার তেমন কোনো ভূমিকা নেই। এমনকি ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা বা ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নেই। অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তা আগ্রহী হলেও নিজস্ব পদের দায়িত্ব বেশি থাকায় ওয়েবসাইটের গুণগত মান ভাল করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া বা সে বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ পান না। যখন যে তথ্য হালনাগাদ হয় সেভাবে সেই বিভাগ আইটিকে তা আপলোড করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলেন। মূলত উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তথ্য কর্মকর্তার সম্পৃক্ততার সুযোগ এক্ষেত্রে কম। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করলেও কী কী তথ্য কখন যাবে সে বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মত তাদের কাজ করতে হয়।

অন্যদিকে এনজিওসমূহে তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে ছয়মাস থেকে দশবছর পর্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকলেও ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য কর্মকর্তার সম্পৃক্ততা তেমন থাকে না। ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের বিধিমালা সম্পর্কে অধিকাংশ এনজিও'র তথ্য কর্মকর্তা তেমনভাবে ওয়াকিবহাল নন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও এই বিষয়গুলো নিয়ে নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে।

উর্ধ্বতন পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ওয়েবসাইটে তথ্যসমূহ আপলোড করা হয়। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে তথ্য নিয়ে একজন আইটি কর্মকর্তা ওয়েবসাইটে আপলোড করেন।

প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

সরকারি প্রতিষ্ঠান: প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়েবসাইটের বাইরে অফিস প্রাঙ্গণে বোর্ড, সিটিজেন চার্টার, এবং বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করা হয়। এছাড়া সোশ্যাল নেটওয়ার্ক (ফেসবুক), পোস্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয়।

সরকারি ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সরকারের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ডিজাইন একই রকম যেখানে বিধিমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী তথ্যের ধরন বিন্যস্ত। তাই সেই অনুযায়ী তথ্য আপলোড করা হয়। ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ বা ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি অধিকাংশ দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইটি/এমআইএস টিম আছে। আইটি টিম ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনাসহ যাবতীয় কাজ করে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তাদের তথ্য আইটি বিভাগে পাঠানো হয় এবং তারা সেটা আপলোড করে। সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন সময় সভা করা হয়ে থাকে। আইটি টিম বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এ সমন্বয় সভা কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত হতে দেখা যায় না।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের নির্দেশনা আছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, তথ্যের ধরন অনুযায়ী এক থেকে ছয় মাসের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সেসব তথ্য আপলোড করার উল্লেখ রয়েছে। তবে আপলোডকৃত তথ্য হালনাগাদ করার সময়সীমার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ের উল্লেখ নেই। অনেক ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে তথ্য হালনাগাদ করার চর্চার ঘাটতি দেখা যায়। কারণ, কোন বিভাগের কোন তথ্য কখন হালনাগাদ হচ্ছে এবং তা কখন আইটি'র মাধ্যমে আপলোড হবে ইত্যাদি বিষয়ের কার্যকর তদারকির ঘাটতি অনেক প্রতিষ্ঠানে রয়েছে।

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে তথ্য সংশ্লিষ্ট আইকনে তথ্য থাকে না। এক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে, যেমন সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তথ্য না আসা, কার্যকর মনিটরিং না থাকা, সমন্বয়ের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ও আপলোড নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি ইত্যাদি। তাছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানে আইটি বিভাগে ওয়েবসাইটের জন্য নির্দিষ্ট কর্মী থাকে না, আবার যারা আছেন তাদের অনেকের দক্ষতার ঘাটতিও দেখা যায়। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নাগরিকদের পক্ষ থেকেও উদাসীনতা রয়েছে। ওয়েবসাইটে কোথায় কী আছে তা ভালভাবে না দেখে অনেকে ফোন দেয়, তখন তাদেরকে সেভাবে তথ্য প্রাপ্তির স্থান বলে দেওয়া হয়। কোনো অভিযোগ এলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ তার উত্তর দেন। তথ্য কর্মকর্তাদের মতে, তথ্য চাওয়ার আবেদন যেহেতু কম, তাই তারা মনে করেন ওয়েবসাইটে যথেষ্ট তথ্য প্রদান করা আছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও): বিভিন্ন এনজিও'র ওয়েবসাইটের ডিজাইন বিভিন্ন রকম এবং অধিকাংশ ওয়েবসাইট ইংরেজিতে। তবে কোনো কোনো এনজিও'র কিছু তথ্য বাংলায় থাকতে দেখা গেছে। অধিকাংশ এনজিওর ওয়েবসাইটে যেসব সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে তথ্য অধিকার আইন ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুযায়ী সকল ধরনের তথ্য না থাকা, দীর্ঘদিন একই তথ্য প্রদর্শিত/ হালনাগাদ তথ্য নেই, তথ্যসমূহের তারিখ দেওয়া নেই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে কার্যক্রম আছে তাদের ওয়েবসাইটে এদেশের জন্য একটি পেইজ থাকে। এসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফরমের ডিজাইন অনুসারে তথ্য প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের বিধি অনুযায়ী তথ্যের ধরন/প্রকার এখানে অনুসরণ করা হয় না। বাংলাদেশের জন্য পৃথক ওয়েবসাইট খুব কম ক্ষেত্রে দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কার্যক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটের পেইজে (৩৭.৫ শতাংশ এনজিও) বিধি অনুযায়ী তথ্যের ধরন/ প্রকার অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায়। এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ঠিকানা থাকলেও (৫ শতাংশ) কখনোই প্রবেশগম্য নয়।

কোনো কোনো এনজিও তাদের পৃথক ওয়েবসাইটের কাজ করছে, পুরোপুরি সম্পন্ন হয় নি। যাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট একটি টিম/উইং নেই, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যারা আছেন তাদের দক্ষতার ঘাটতিও রয়েছে। এদের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনে বার্ষিক প্রতিবেদন দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। তথ্য কমিশন থেকে তারা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কোনো নির্দেশনা বা চিঠি পান না বলে জানান। এনজিও ব্যুরো থেকেও এমন কোনো নির্দেশনা রয়েছে বলে তাদের জানা নেই। তবে তাদের কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়ে প্রতিমাসে এবং বছরে জমা দেন, এই অজুহাতে ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী সকল তথ্য প্রকাশে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে।

তথ্য হালনাগাদকরণের কোনো সময়সীমার চর্চার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নি। যখন কোনো কর্মপরিকল্পনা শুরু হয় বা কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষ হয় তখন হালনাগাদ করা হয়। অনেক এনজিওতে নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করা হচ্ছে যা আরও তথ্যবহুল হবে বলে জানা যায়। এনজিওগুলোতে তথ্য চাওয়ার আবেদন কম হয় বলে তারা মনে করেন তথ্য যথেষ্টই আছে। অভিযোগ করার আলাদা জায়গা উল্লেখ করা না থাকলেও প্রশ্ন করার জায়গা ওয়েবসাইটে রয়েছে। এছাড়া মতামত/পরামর্শের জন্য নির্ধারিত লিংক-এর মাধ্যমে যে কেউ অভিযোগ জানাতে পারেন।

ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের বিধিমালা সম্পর্কে অধিকাংশ এনজিও'র তথ্য কর্মকর্তা তেমনভাবে ওয়াকিবহাল নন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও এই বিষয়গুলো নিয়ে তেমন নির্দেশনা অনেক এনজিও'র ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। এনজিওগুলো বার্ষিক প্রতিবেদন, কার্যালয়ের নোটিস বোর্ড, লিফলেট, ব্রোশিওর ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করে এবং কেউ জানতে চাইলে তাও দিয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র ক্ষেত্রে নাগরিক/সুবিধাভোগীদের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে তথ্য চাওয়ার দৃষ্টান্তই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরমের মাধ্যমে নাগরিকদের আবেদন করার দৃষ্টান্ত অধিকাংশ এনজিওতে দেখা যায় না। অনেক এনজিও তথ্য মেলায় অংশ নেয়। এছাড়া, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে তথ্য কমিশন এবং তথ্য অধিকার নিয়ে যে সকল এনজিও কাজ করে তাদের আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে (ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) এনজিও'র প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সারণি ৪.১: একনজরে প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চা ও চ্যালেঞ্জ

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সম্ভাবনা	চ্যালেঞ্জ
সরকারি প্রতিষ্ঠান	• ওয়েবসাইটের বাইরে অফিস প্রাঙ্গণে বোর্ড, সিটিজেন চার্টার, বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ • সোশ্যাল নেটওয়ার্ক (ফেসবুক), পোস্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য প্রকাশ • প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ডিজাইন একই রকম যেখানে বিধিমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী তথ্যের ধরন বিন্যস্ত • তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের জন্য অধিকাংশ দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইটি/এমআইএস টিম	• হালনাগাদ তথ্য নির্দিষ্ট আইকনে আপলোড করার ক্ষেত্রে কার্যকর তদারকির ঘাটতি • সমন্বয়ের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ও আপলোড নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি • ওয়েবসাইটে তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্য কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা তুলনামূলক কম • অনেক ক্ষেত্রে আইটি বিভাগে ওয়েবসাইটের জন্য নির্দিষ্ট কর্মী না থাকা; যারা থাকেন তাদের অনেকের দক্ষতার ঘাটতি
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)	• বার্ষিক প্রতিবেদন, কার্যালয়ের নোটিস বোর্ড, লিফলেট, ব্রোসিওর ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ • কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন ডিসি'র কার্যালয়ে প্রতিমাসে এবং প্রতিবছরে জমা প্রদান • কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে নতুন ওয়েবসাইট তৈরির কাজ চলমান যা আরও তথ্যবহুল করার পরিকল্পনা	• অধিকাংশ ওয়েবসাইট ইংরেজিতে; তবে কোনো কোনো এনজিও'র কিছু তথ্য বাংলায় উপস্থাপিত • আন্তর্জাতিক এনজিও'র নিজস্ব ও পৃথক ওয়েবসাইটের ঘাটতি • আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কার্যক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটের পেইজে বিধি অনুযায়ী তথ্যের ধরন/ প্রকার অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি • ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের বিধিমালা সম্পর্কে অধিকাংশ এনজিও'র তথ্য কর্মকর্তার ওয়াকিবহাল না থাকা; ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও নির্দেশনার ঘাটতি • অনেক ক্ষেত্রে ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনায় আইটি বিভাগের দক্ষতার ঘাটতি • কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন ডিসি'র কার্যালয়ে প্রতিমাসে এবং প্রতিবছরে জমা প্রদানের অজুহাতে ওয়েবসাইটে এই সকল তথ্য প্রকাশে উদ্যোগের ঘাটতি

ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ ও কোভিড প্রেক্ষিত

কোভিড সংশ্লিষ্ট কোনো সরাসরি সেবা বা সম্পৃক্ততা যেসব প্রতিষ্ঠানে নেই তারা তাদের ওয়েবসাইটে সেভাবে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেন নি। তবে সরকারের সাধারণ নির্দেশনা হোম পেইজে প্রদর্শিত হয়েছে। সরকারের সাধারণ নির্দেশনার পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠানের (স্বাস্থ্যসেবা, বেসরকারি বিমান চলাচল, পর্যটন ইত্যাদি) ওয়েবসাইটে সরাসরি কোভিড সম্পর্কিত প্রদেয় সেবা বা কোনো নির্দেশনা প্রদর্শিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি সরকারের পক্ষ থেকে ছিল না। এনজিও'র ক্ষেত্রে কোভিডের কারণে ফিল্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ সমস্যা হওয়ায় তথ্য হালনাগাদ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে যাতায়াত বন্ধ থাকায় অনেক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। তবে এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্নভাবে তথ্য হালনাগাদের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব। একইভাবে জনগণের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই আইনের প্রয়োগের পথে বিদ্যমান নানা প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলার উপায় বের করার সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরও সুযোগ রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে এর অভীষ্ট অর্জন নির্ভর করে এর সকল অংশীদারগণ– নাগরিক, সরকার, তথ্য কমিশন এর সয়ংক্রিয় ভূমিকা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আর তাই জনগণকে এই আইন ব্যবহারে উৎসাহিত করার পাশাপাশি সরকার, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যমের সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়াই একমাত্র কার্যকর পন্থা।

অধ্যায় পাঁচ: সুপারিশমালা

তথ্যের অধিকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। সেবা প্রদানকারীদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে তথ্য সহজলভ্য হলে জনগণ দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে সক্ষম হয়। আইন ও বিভিন্ন বিধিমালার মাধ্যমে এই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলেও তার চর্চা আরও কার্যকর ও জনমুখী করার সুযোগ রয়েছে। তথ্যকে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণের সময় ও আর্থিক ব্যয় সাশ্রয় করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ তাদের কাছে একসাথে একটি প্ল্যাটফরমে পাওয়ার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব।

এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তথ্যের প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থা লক্ষ করা গেলেও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে কার্যকর উদ্যোগ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী অনেক তথ্য প্রকাশিত হলেও তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস, বিস্তৃতি ও সহজলভ্য তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি লক্ষণীয়। এছাড়া, ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতিও লক্ষণীয়।

সার্বিকভাবে বলা যায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যমের সমন্বিত প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। আইন ও বিভিন্ন বিধিমালার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলেও তার চর্চা আরও কার্যকর ও জনমুখী করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া, ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে ব্যবসা, রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমকে তথ্য অধিকার আইনের আওতার বাইরে রাখার ফলে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা তৈরি হয় নি, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

সুপারিশ

তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের কাছে তথ্য আরও বেশি সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত টিআইবির এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

তথ্যের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ

১. কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করতে হবে। নির্দেশিকার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

২. বিধি অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্য গুরুত্ব সহকারে প্রকাশে আরও উদ্যোগী হতে হবে -
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
- সেবা ও সেবা প্রদানকারীর তথ্য
- কর্মকর্তা কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব
- সভার সিদ্ধান্ত
- বার্ষিক বাজেট
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে কতজন, কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য।

৩. তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনকৃত তথ্যের ধরন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তথ্যের ঘাটতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণের ও তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত তথ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিযোগ দায়েরের জন্য ওয়েবপেইজে সুনির্দিষ্ট স্থান রাখতে হবে এবং অনলাইনের মাধ্যমে কার্যকর নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ

৫. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচলিত ফন্টে (ইউনিকোড) প্রকাশ করতে হবে।

৬. ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনবলের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

৭. এনজিও পর্যায়ে ওয়েবসাইটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীসহ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

তথ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ

৮. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদকরণের তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

৯. প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করতে হবে; ওয়েবসাইটকে প্রতিবন্ধিবান্ধব করার উদ্দেশ্যে ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

সার্বিক সমন্বয় সংক্রান্ত সুপারিশ

১০. প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার অ্যাক্টিভিস্ট ও গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে সমন্বিত প্রচারণার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও তদারকি বাড়াতে হবে। তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

পরিশিষ্ট: নমুনায়িত সকল প্রতিষ্ঠানের র‌্যাংকিং

ক্রম	র‌্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১.	১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
২.		পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
৩.		পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
৪.	২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪১	৮২
৫.	৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৬.		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৭.		বাংলাদেশ সেতু বিভাগ	সরকারি	৪০	৮০
৮.		প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৯.		শিক্ষা মন্ত্রণালয় - মাদ্রাসা বোর্ড	সরকারি	৪০	৮০
১০.		শিল্প মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
১১.		সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
১২.	৪	বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৩.		সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৪.		ভূমি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৫.		ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৬.		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৭.		নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৮.		জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৯	৭৮
১৯.		ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	সরকারি	৩৯	৭৮
২০.	৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৮	৭৬
২১.		অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
২২.		পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
২৩.		তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
২৪.		সমাজসেবা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৮	৭৬
২৫.		যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও ফার্মস নিবন্ধক	সরকারি	৩৮	৭৬
২৬.		রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৮	৭৬
২৭.		বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	সরকারি	৩৮	৭৬
২৮.	৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
২৯.		রেলপথ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
৩০.		বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
৩১.		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৭	৭৪
৩২.		শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	সরকারি	৩৭	৭৪
৩৩.	৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৪.		পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৫.		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৬.		ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৭.		বিদ্যুৎ বিভাগ	সরকারি	৩৬	৭২
৩৮.		স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সরকারি	৩৬	৭২
৩৯.		নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সরকারি	৩৬	৭২
৪০.		পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সরকারি	৩৬	৭২
৪১.		ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৪২.		বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সরকারি	৩৬	৭২
৪৩.	৮	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ)	সরকারি	৩৫	৭০
৪৪.		অর্থ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৫	৭০
৪৫.		যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৫	৭০

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
৪৬.		চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৫	৭০
৪৭.		বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	সরকারি	৩৫	৭০
৪৮.		বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন	সরকারি	৩৫	৭০
৪৯.		তথ্য কমিশন	সরকারি	৩৫	৭০
৫০.	৯	তথ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৪	৬৮
৫১.		আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৪	৬৮
৫২.		পরিকল্পনা বিভাগ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৩.		সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৪.		শ্রম অধিদপ্তর	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৫.		বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৬.		বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৭.		টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৮.	১০	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৩	৬৬
৫৯.		কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬০.		বন অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬১.		ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬২.		টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৩.		প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৪.		বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৫.		বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৬.		ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৭.		বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৮.		বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৯.		বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সরকারি	৩৩	৬৬
৭০.	১১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩২	৬৪
৭১.		মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩২	৬৪
৭২.		মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সরকারি	৩২	৬৪
৭৩.		খাদ্য অধিদপ্তর	সরকারি	৩২	৬৪
৭৪.		বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	সরকারি	৩২	৬৪
৭৫.		এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সরকারি	৩২	৬৪
৭৬.		বাংলাদেশ টেলিভিশন	সরকারি	৩২	৬৪
৭৭.		জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	সরকারি	৩২	৬৪
৭৮.		পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সরকারি	৩২	৬৪
৭৯.		নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩২	৬৪
৮০.	১২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩১	৬২
৮১.		ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩১	৬২
৮২.		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩১	৬২
৮৩.		মৎস্য অধিদপ্তর	সরকারি	৩১	৬২
৮৪.		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সরকারি	৩১	৬২
৮৫.		জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	সরকারি	৩১	৬২
৮৬.		ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	৩১	৬২
৮৭.		বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	সরকারি	৩১	৬২
৮৮.		ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সরকারি	৩১	৬২
৮৯.		দুর্নীতি দমন কমিশন	সরকারি	৩০	৬০
৯০.	১৩	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩০	৬০
৯১.		শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সরকারি	৩০	৬০
৯২.		বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সরকারি	৩০	৬০

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
৯৩.		বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	৩০	**৬০**
৯৪.		বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	সরকারি	৩০	**৬০**
৯৫.		কৃষি তথ্য সার্ভিস	সরকারি	৩০	**৬০**
৯৬.	**১৪**	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	২৯	**৫৮**
৯৭.		গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	সরকারি	২৯	**৫৮**
৯৮.		স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সরকারি	২৯	**৫৮**
৯৯.		বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	সরকারি	২৯	**৫৮**
১০০.		রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি	২৯	**৫৮**
১০১.		বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন	সরকারি	২৯	**৫৮**
১০২.	**১৫**	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	সরকারি	২৮	**৫৬**
১০৩.	**১৬**	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সরকারি	২৭	**৫৪**
১০৪.		বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	২৭	**৫৪**
১০৫.		আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর	সরকারি	২৭	**৫৪**
১০৬.		বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	সরকারি	২৭	**৫৪**
১০৭.		বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	সরকারি	২৭	**৫৪**
১০৮.		বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২৭	**৫৪**
১০৯.		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২৭	**৫৪**
১১০.		বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড	সরকারি	২৭	**৫৪**
১১১.	**১৭**	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	২৬	**৫২**
১১২.		প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	সরকারি	২৬	**৫২**
১১৩.		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২৬	**৫২**
১১৪.		জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সরকারি	২৬	**৫২**
১১৫.	**১৮**	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	সরকারি	২৫	**৫০**
১১৬.		ভূমি আপিল বোর্ড	সরকারি	২৫	**৫০**
১১৭.		বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	সরকারি	২৫	**৫০**
১১৮.	**১৯**	আইন ও বিচার বিভাগ	সরকারি	২৪	**৪৮**
১১৯.		পাট অধিদপ্তর	সরকারি	২৪	**৪৮**
১২০.		জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	সরকারি	২৪	**৪৮**
১২১.	**২০**	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	২৩	**৪৬**
১২২.		বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন	সরকারি	২৩	**৪৬**
১২৩.		বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন	সরকারি	২৩	**৪৬**
১২৪.	**২১**	কারা অধিদপ্তর	সরকারি	২২	**৪৪**
১২৫.		নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২২	**৪৪**
১২৬.		বাংলাদেশ স্কাউটস	সরকারি	২২	**৪৪**
১২৭.		ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	সরকারি	২২	**৪৪**
১২৮.		বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	২২	**৪৪**
১২৯.		কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্যোশাল ট্রান্সফরমেশন	এনজিও	২২	**৪৪**
১৩০.	**২২**	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	২১	**৪২**
১৩১.		তদন্ত সংস্থা আন্তঃঅপরাধ ট্রাইবুনাল	সরকারি	২১	**৪২**
১৩২.	**২৩**	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	সরকারি	২০	**৪০**
১৩৩.		বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল	সরকারি	২০	**৪০**
১৩৪.		প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সরকারি	২০	**৪০**
১৩৫.	**২৪**	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	সরকারি	১৯	**৩৮**
১৩৬.		ঢাকা আহসানিয়া মিশন	এনজিও	১৯	**৩৮**
১৩৭.	**২৫**	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	১৮	**৩৬**
১৩৮.		বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	সরকারি	১৮	**৩৬**

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১৩৯.	২৬	প্রস্তাবিত উপকূলীয় ও চরভূমি পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিদপ্তর	সরকারি	১৭	৩৪
১৪০.		রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্য নিবন্ধন	সরকারি	১৭	৩৪
১৪১.		যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	১৭	৩৪
১৪২.		বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	সরকারি	১৭	৩৪
১৪৩.	২৭	পরিকল্পনা কমিশন	সরকারি	১৬	৩২
১৪৪.		গণ উন্নয়ন কেন্দ্র	এনজিও	১৬	৩২
১৪৫.	২৮	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সরকারি	১৫	৩০
১৪৬.		রিসোর্স ইন্টেগ্রেশন সেন্টার	সরকারি	১৫	৩০
১৪৭.		বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি	এনজিও	১৫	৩০
১৪৮.		বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ	এনজিও	১৫	৩০
১৪৯.	২৯	সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ	এনজিও	১৪	৩২
১৫০.	৩০	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড	সরকারি	১৩	২৬
১৫১.		নির্বাচন কমিশন	সরকারি	১৩	২৬
১৫২.	৩১	শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	সরকারি	১১	২২
১৫৩.		দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	এনজিও	১১	২২
১৫৪.	৩২	অ্যাকশন অন ডিস্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট	এনজিও	১০	২০
১৫৫.	৩৩	গ্লোবাল ওয়ান	এনজিও	৯	১৮
১৫৬.	৩৪	অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম	এনজিও	৮	১৭
১৫৭.		বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর	এনজিও	৮	১৬
১৫৮.		আইন কমিশন	সরকারি	৮	১৬
১৫৯.		কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	এনজিও	৭	১৫
১৬০.	৩৫	খ্রীস্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি	এনজিও	৭	১৫
১৬১.		মেরী স্টোপস বাংলাদেশ	এনজিও	৭	১৫
১৬২.		ইসলামিক রিলিফ ইউকে	এনজিও	৭	১৫
১৬৩.		বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড	সরকারি	৭	১৪
১৬৪.		বাংলাদেশ নৌ বাহিনী	সরকারি	৭	১৪
১৬৫.		শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	সরকারি	৭	১৪
১৬৬.		ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স ফর হেল্থ	সরকারি	৭	১৪
১৬৭.		ওয়ার্ল্ড রিনিউ	এনজিও	৭	১৪
১৬৮.		ইসলাহুল মুসলিমেন পরিষদ	এনজিও	৭	১৪
১৬৯.	৩৬	ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি	এনজিও	৬	১৩
১৭০.		সোসাইটি ফর সোশ্যাল এন্ড টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট	এনজিও	৬	১৩
১৭১.		ইন্টেগ্রেটেড সার্ভিসেস ফর ডেভেলপমেন্ট	এনজিও	৬	১৩
১৭২.		ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন	সরকারি	৬	১২
১৭৩.	৩৭	প্রজন্ম রিসার্চ ফাউন্ডেশন	এনজিও	৫	১২
১৭৪.		স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	এনজিও	৫	১০
১৭৫.		কমপ্যাশন বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০
১৭৬.		ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০
১৭৭.		মেডিসিন স্যানস ফ্রন্টিয়ার্স - হল্যান্ড	এনজিও	৫	১০
১৭৮.		অ্যাকশন কান্ট্রি লা ফেইম	এনজিও	৫	১০
১৭৯.		সেভ দ্যা চিল্ড্রেন	এনজিও	৫	১০
১৮০.		ফ্রেন্ডশিপ	এনজিও	৫	১০
১৮১.		স্মল কাইন্ডনেস বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০
১৮২.		বাসকো ফাউন্ডেশন	এনজিও	৫	১০
১৮৩.		হিউম্যান এইড এন্ড রিলিফ অর্গানাইজেশন	এনজিও	৫	১০
১৮৪.		ইসলামিক এইড বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১৮৫.	৩৮	আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	এনজিও	৪	৯
১৮৬.		আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ	সরকারি	৪	৮
১৮৭.		কাতার চ্যারিটি	এনজিও	৪	৮
১৮৮.		হেলভেটাস ইন্টারন্যাশনাল	এনজিও	৪	৮
১৮৯.		সলিডারিটিস ইন্টারন্যাশনাল	এনজিও	৪	৮
১৯০.		প্রিপ ট্রাস্ট	এনজিও	৪	৮
১৯১.		গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	এনজিও	৪	৮
১৯২.		রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল	এনজিও	৪	৮